[২০২১] ৬ এস. সি. আর. ৭২৩

লক্ষ্মণ সিং

বনাম

বিহার রাজ্য (এখন ঝাড়খণ্ড)

(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং: ৬০৬)

২৩শে জুলাই

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ৩২৭ এবং ১৪৭ - মামলার অভিযোগ ছিল সাধারণ নির্বাচনের দিন পি ডাবলু ৮ পুলিং বুথ থেকে ২০০ গজ দূরে ভোটারদের স্লিপ দিচ্ছিল - অভিযুক্তরা যারা অন্য গ্রামের বাসিন্দা ছিল তারা লাঠি, লাঠি এবং দেশীয় তৈরি পিস্তল নিয়ে সেখানে এসেছিল এবং পি ডাবলু ৮ কে ভোটারদের স্লিপ দেওয়া বন্ধ করতে এবং ভোটার তালিকা হস্তান্তর করতে বলে এবং পি ডাবলু ৮ তাকে অস্বীকৃতি জানালে হাত, মুষ্টি, লাঠি এবং লাঠি দিয়ে মারধর শুরু করে - যখন পি ডাবলু ৮ এর ভাই পি ডাবলু ১০ তাকে উদ্ধার করতে আসে, তখন অভিযুক্ত-'ডি' পি ডাবলু -১০-কে গুলি করে গুলি করে যার ফলে সে গুলিবিদ্ধ হয় - অভিযুক্ত-'এ' পি ডাবলু -কে গুলি করে ১২ - এরপর গ্রামবাসীরা সেখানে ছুটে আসে এবং অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় - ধারা-এর অধীনে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ৩২৭ এবং ১৪৭ – দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল – স্থির করেছে: পি ডাবলু -৫, পি ডাবলু ৮, পি ডাবলু ১০ এবং পি ডাবলু ১২ আহত প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন – তাদের আঘাতগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের পরীক্ষা করা ডাক্তারের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল – সমস্ত সাক্ষী প্রশাসনের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন – এমনকি কিছু অভিযুক্ত আহত অবস্থায় ছিলেন এবং তারা তাদের গুলিতে তাদের আঘাতের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ৩১৩ বিবৃতি – ঘটনাস্থলে স্বাধীন সাক্ষী এবং আহত প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল – সমস্ত সাক্ষী তাদের বক্তব্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন এবং প্রশাসনের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন – দোষী সাব্যস্ত করার ক্রমানুসারে কোনও ত্রুটি ছিল না – হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ৩২৩ – আঘাতের প্রতিবেদন – অনুপস্থিতি – রাষ্ট্রপক্ষ মামলার উপর প্রভাব – আটক: ধারা ৩২৩ এর অধীনে অপরাধের জন্য আঘাতের প্রতিবেদন তৈরি করা ধারা ৩২৩ এর অধীনে অপরাধের জন্য মামলা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত নয় – ধারা ৩২৩ হল স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা – এমনকি শারীরিক ব্যথা সৃষ্টি করাকেও 'আঘাত' করা বলা যেতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ১৪৭ – ঘটনার সময় সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছিল

সাক্ষীরা-তারা সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য বেআইনি সমাবেশ গঠন করেছিল অর্থাৎ ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভুয়ো ভোট দেওয়ার জন্য-আবেদনকারীদের সঠিকভাবে ধারা ১৪৭ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

বাক্য/সাজা-বুথ দখল এবং ভুয়ো ভোটদান-নির্বাচনী ব্যবস্থার সারমর্ম হওয়া উচিত ভোটারদের তাদের স্বাধীন পছন্দ প্রয়োগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা-অতএব, বুথ দখল এবং/অথবা ভুয়ো ভোটদানের যে কোনও প্রচেষ্টা কঠোর হাতে মোকাবিলা করা উচিত কারণ এটি শেষ পর্যন্ত আইন ও গণতন্ত্রের শাসনকে প্রভাবিত করে-কাউকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অধিকারকে দুর্বল করার অনুমতি দেওয়া যায় না-তবে, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে রাজ্য কেবল ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড, সাজার আদেশে কোনও হস্তক্ষেপ না করার বিরুদ্ধে কোনও আবেদন পছন্দ করে না-নির্বাচনী ব্যবস্থা।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ- ১. তাৎক্ষণিক মামলায়, অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার সময়, বিচারিক আদালত পি ডাবলু ১ , পি ডাবলু ৩ এবং পি ডাবলু ৪, যারা স্বাধীন সাক্ষী ছিলেন এবংপি ডাবলু ৫ , পি ডাবলু ৮ এবং পি ডাবলু ১ 0, যারা আহত সাক্ষী ছিলেন, তাদের জবানবন্দির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিল। ঘটনাস্থলে স্বাধীন সাক্ষী এবং এমনকি আহত সাক্ষীদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। পি ডাবলু ১ , পি ডাবলু ৩ এবং পি ডাবলু ৪, যারা সকলেই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তারা সেখানে ভোট দিতে এসেছিলেন এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমস্ত সাক্ষী, পি ডাবলু ১ , পি ডাবলু ৩ এবং পি ডাবলু ৪ সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করেছিলেন এবং রাষ্ট্রপক্ষের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন।পি ডাবলু ৫ , পি ডাবলু ১ 0 এবং পি ডাবলু ১ 2-এর উপর আঘাতের ঘটনাগুলি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছিল চিকিৎসক (পি ডাবলু ৭) যিনি আহত সাক্ষীদের পরীক্ষা করেছিলেন। তাদের আঘাতের প্রতিবেদন নথিতে রাখা হয়েছিল। এফআইআর দায়েরের শুরু থেকেই সকল অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল এবং সকল অভিযুক্তের নাম বিশেষভাবে সকল সাক্ষী কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছিল এবং/অথবা তারা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। এমনকি কিছু অভিযুক্ত আহত হয়েছেন এবং তারা তাদের ৩১৩টি জবানবন্দিতে তাদের আঘাতের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এইভাবে, ঘটনার সময় এবং স্থানে তাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল যে, অন্যথায়ও।পি ডাবলু ৫ , পি ডাবলু ৮ এবং পি ডাবলু ১ 0 আহত সাক্ষী ছিলেন। এমনকি তাদের সম্পূর্ণ জেরা করার পরেও, তারা অভিযুক্তের পক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করার পরেও, রাষ্ট্রপক্ষের মামলাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। পি ডাবলু ১ , পি ডাবলু ৩ এবং পি ডাবলু ৪ এবং আরও অনেকের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং/অথবা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই

বিশেষ করে পিডব্লিউএস, পিডব্লিউ৮ এবং পিডব্লিউ১০, যারা আহত সাক্ষী। সমস্ত সাক্ষী তাদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তারা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে, পিডব্লিউআই, পিডব্লিউ৩, পিডব্লিউ৪, পিডব্লিউএস, পিডব্লিউএস এবং পিডব্লিউআইওর জবানবন্দির উপর নির্ভর করে নীচের আদালতগুলি অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি।

রামবিলাস বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ১৬ এস. সি. সি ৩১৬: [২০১৫] ৯ এস. সি. আর ২০৫-এর উপর নির্ভরশীল।

২। পি ডাবলু ৮ তার তদন্তকারী প্রধান/জবানবন্দিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আহত হওয়ার পর তাকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্ত-D ছাড়া সকল অভিযুক্তের পক্ষে তিনি জেরায় আরও বলেছেন যে, তাকে ২-৩ বার লাঠির আঘাত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি কতবার আঘাত পেয়েছেন তা তার ঠিক মনে নেই। তার মতে, তিনি প্রথমে পুলিশ স্টেশনের এসএইচও-এর সাথে থানায় যান যেখানে তার বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয় এবং এরপর এসএইচও-তাকে চিকিৎসার জন্য পাটান হাসপাতালে পাঠান। এভাবে, অভিযুক্তরা তাকে লাঠি/লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে এবং তিনি আহত হন এবং পাটান সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, গুরুতর কোনও আঘাত নাও থাকতে পারে। এবং/অথবা দৃশ্যমান আঘাতের কারণে, হাসপাতালটি হয়তো আঘাতের প্রতিবেদন জারি করেনি। তবে, ৩২৩ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আঘাতের প্রতিবেদন তৈরি করা ৩২৩ ধারার অধীনে অপরাধের মামলা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য শর্ত নয়। ৩২৩ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধির স্বেচ্ছায় আঘাত করার জন্য একটি শাস্তিযোগ্য ধারা। ৩১৯ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধির অনুসারে "আঘাত" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ৩১৯ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধির অনুসারে, যে কেউ যে কোনও ব্যক্তির শারীরিক ব্যথা, রোগ বা দুর্বলতা সৃষ্টি করে তাকে "আঘাত" করা বলা হয়। অতএব, এমনকি শারীরিক ব্যথাও "আঘাত" করা বলা যেতে পারে। অতএব, মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, ৩২৩ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আদালতগুলি কোনও ত্রুটি করেনি।

৩। এখন যতদূর পর্যন্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারার অধীনে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি সম্পর্কিত, ঘটনার সময় সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে

পূর্বোক্ত সাক্ষীরা যারা স্বাধীন সাক্ষী এবং আহত সাক্ষীও। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অন্য গ্রামের। তারা সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য একটি বেআইনী সমাবেশ গঠন করে, অর্থাৎ, "ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ভুয়ো ভোট দেওয়ার জন্য।" এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে তারা বল প্রয়োগ করেছে এবং, ঘটনায়, পিডব্লিউএস, পিডব্লিউএস, পিডব্লিউ ১০ এবং পিডব্লিউআই ২ আহত হয়েছে। সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি-আবেদনকারীদের লাঠি ছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৭ "দাঙ্গা" করার জন্য শাস্তিযোগ্য ধারা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪৯ এর অধীনে "বলপ্রয়োগ" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪৯ অনুসারে, "বলপ্রয়োগ" মানে হল "একজন ব্যক্তি অন্যের কাছে বলপ্রয়োগ করে যদি সে অন্যের দিকে গতি, গতি পরিবর্তন বা গতি বন্ধ করে দেয়।

৪.১ সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বেআইনি সমাবেশের সদস্য ছিলেন এবং সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল "ভোটারদের স্লিপ ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভুয়ো ভোট দেওয়া।" তারা বলপ্রয়োগ ও সহিংসতাও করেছিল। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারার অধীনে দাঙ্গার অপরাধে তাদের কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকা নেই। তবে, যেখানে প্রচুর সংখ্যক হামলাকারী রয়েছে, সেখানে সাক্ষীদের পক্ষে প্রতিটি আক্রমণকারীকে সনাক্ত করা এবং তাকে নির্দিষ্ট ভূমিকা দেওয়া কঠিন হতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে, ঘটনাটি কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়েছে এবং তাই স্বাভাবিক যে প্রতিটি মিনিটের বিবরণ প্রকাশ করে ঘটনার সঠিক সংস্করণ, অর্থাৎ, প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা ব্যক্তিগত কাজের নিখুঁত নির্ভুলতা দেওয়া যায় না। অন্যথায়, বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী, যদিও তিনি নিজে বা নিজে বলপ্রয়োগ করেননি।

আব্দুল সাঈদ বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০১০) ১০ এস. সি. সি ২৫৯: [২০১০] ১৩ এস. সি. আর ৩১১; মহাদেব শর্মা বনাম বিহার রাজ্য [১৯৬৬] ১ এস. সি. আর ১৮: এ. আই. আর ১৯৬৬ এস. সি. ৩০২-এর উপর নির্ভরশীল।

৪.২। সুতরাং, একবার যখন সাধারণ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বর্তমান মামলায়, "ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং জাল ভোটদান"-এর বিচারে বেআইনি সমাবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন। বলপ্রয়োগ, যদিও তা সমাবেশের যেকোনো সদস্যের দ্বারা সামান্যতম সম্ভাব্য চরিত্রেরও হয়, একবার বেআইনি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে - দাঙ্গার রূপ নেয়। এটা অপরিহার্য নয় যে বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা অবশ্যই

সকলেরই হতে হবে কিন্তু দায়বদ্ধতা বেআইনি সমাবেশের সকল সদস্যের উপর বর্তাবে। কেউ কেউ কথার মাধ্যমে উৎসাহিত করতে পারে, কেউ কেউ ইঙ্গিতের মাধ্যমে, আবার কেউ কেউ আসলে আঘাত করতে পারে এবং তবুও বেআইনি সমাবেশের সকল সদস্যই দাঙ্গার জন্য সমানভাবে দোষী হবেন। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত সকলকে বেআইনি সমাবেশের সদস্য হিসেবে প্রমাণিত করা হবে, সাধারণ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ, "ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং জাল ভোটদান" এবংপি ডাবলু ৫, পি ডাবলু ৮, পি ডাবলু ১০, এবং পি ডাবলু ১২ বেআইনি সমাবেশের সদস্যদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার অভিযোগে, দাঙ্গার অপরাধে আপিলকারী-অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৭ এর অধীনে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৫। যদিও তাৎক্ষণিক মামলায়, এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছিল যে সকল অভিযুক্তই বেআইনি সমাবেশের সদস্য ছিলেন - সাধারণ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ "ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং জাল ভোটদান" এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর, বিচারিক আদালত মাত্র ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের আদেশ দেন। পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য ভোটদানের স্বাধীনতার একটি অংশ। আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য ভোটদানের গোপনীয়তা অপরিহার্য। নির্বাচনী ব্যবস্থার মূল কথা হলো ভোটারদের তাদের স্বাধীন পছন্দ প্রয়োগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। অতএব, বুথ দখল এবং/অথবা জাল ভোটদানের যেকোনো প্রচেষ্টা কঠোর হাতে মোকাবেলা করা উচিত কারণ এটি চূড়ান্তভাবে আইনের শাসন এবং গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। কাউকেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অধিকারকে দুর্বল করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে, যেহেতু রাষ্ট্র মাত্র ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করতে পছন্দ করেনি, তাই আমরা বিষয়টি সেখানেই রেখেছি।

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৩) ১০ এস. সি. সি ১: [২০১৩] ১২ এস. সি. আর ২৮৩-এর উপর নির্ভরশীল।

কুটুম্বক কৃষ্ণ মোহন রাও বনাম পাবলিক প্রসিকিউটর, এ. পি. হাইকোর্ট ১৯৯১ ২ এস. সি. সি ৫০৯; ইন্দর সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১৫) ২ এস. সি. সি ৭৩৪: [২০১৫] ১ এস. সি. আর ৫৬৩; মধ্য প্রদেশ রাজ্য বনাম মানসিংহ (২০০৩) ১০ এস. সি. সি ৪১৪: [২০০৩] ২ সাপ্লিট। এস. সি. আর ৪৬০; উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম নরেশ (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৩২৪: [২০১১] ৪ এস. সি. আর ১১৭৬; কালাভাই হামিরভাই কচ্ছোট বনাম গুজরাট রাজ্য (২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩৪৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৯১] সম্পূরক. ২ এস. সি. সি. ৫০৯	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৩.১০
[২০১৫] ১ এস. সি. আর. ৫৬৩	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৩.১০
[১৯৬৬] ১ এস. সি. আর. ১৮	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৪.৩
[২০০৩] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ৪৬০	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৪.৫
[২০১০] ১৩ এস. সি. আর. ৩১১	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৪.৫
[২০১৫] ৯ এস. সি. আর ২০৫	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৪.৫
[২০১১] ৪ এস. সি. আর. ১১৭৬	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৪.৫
[২০১৩] ১২ এস. সি. আর. ২৮৩	উপর নির্ভরশীল।	অনুচ্ছেদ ৪.৮

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের ৬০৬ নং ফৌজদারি আপিল

১৯৯৯ (আর)-এর সিআর আপিল (এস জে) No.২৩২-এ রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ৩১.১০.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৬৩০-৬৩১ সহ

আবেদনকারীর পক্ষে মনোজ স্বরূপ, প্রবীণ অ্যাড., ধর্মেন্দ্র কুমার সিনহা, রাজীব কুমার ঝা, ওঙ্কার প্রসাদ, আইনজীবী

অরুণাভ চৌধুরী, এএজি, মিস পল্লবী লঙ্গর, তপেশ কুমার সিং, আদিত্য প্রতাপ সিং, শ্রীমতী ভাস্বতী সিং, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এম. আর. শাহ, বিচারপতি**

১. ফৌজদারি আপিল নম্বর ২৩২/১৯৯ এবং ২৪২/১৯৯৯-এ রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত সাধারণ রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করা, যার দ্বারা হাইকোর্ট এখানে আপিলকারীদের দ্বারা উত্থাপিত আপিলগুলি খারিজ করে দিয়েছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ এবং ১৪৭ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের উভয় ধারার অধীনে ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে বিদ্বানবিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ এবং সাজা নিশ্চিত করেছে, মূল অভিযুক্ত নম্বর ৯,৮,১২,১১,১০,১৪,২ এবং ১৩-লক্ষ্মণ সিং, শিব কুমার সিং, উপেন্দ্র সিং, সঞ্জয় প্রসাদ সিং, রাজমণি

সিং, অযোধ্যা প্রসাদ সিং এবং রামধর সিং বর্তমান আপিলগুলি পছন্দ করেছেন।

২। মামলার সূত্র ধরে, ২৬.১১.১৯৮৯ তারিখে প্রথম তথ্যদাতা রাজীব রঞ্জন তিওয়ারি পাটান থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন। অভিযোগ করেন যে, সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে, তিনি পাটান থানার অন্তর্গত গোলহানা বুথ নং ১৩২-এ ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন এবং ভোটকেন্দ্র থেকে দুইশ গজ উত্তরে ভোটারদের স্লিপ দিচ্ছিলেন। সেই সময়, সকাল ১০:৪০ মিনিটে, অন্য গ্রামের অভিযুক্ত ব্যক্তিরা লাঠি, লাঠি, দেশীয় তৈরি পিস্তল নিয়ে এসে তাকে ভোটার স্লিপ দেওয়া বন্ধ করতে এবং তার কাছে থাকা ভোটার তালিকাটি হস্তান্তর করতে বলেন। তার অস্বীকৃতিতে অভিযুক্তরা তাকে (পি ডাবলু ৮ - রাজীব রঞ্জন তিওয়ারি) হাত, মুষ্টি, লাঠি এবং লাঠি দিয়ে শারীরিকভাবে মারধর করতে শুরু করে। প্রথম তথ্যদাতা-পি ডাবলু ৮ -এর ভাই, প্রিয় রঞ্জন তিওয়ারি (পি ডাবলু ১০) ঘটনাটি জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করতে আসেন এবং সেই সময় অভিযুক্ত দীননাথ সিং ওরফে দিনা সিং তার দেশীয় তৈরি পিস্তল দিয়ে পি ডাবলু ১০ -কে লক্ষ্য করে গুলি চালান, যার ফলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। অভিযুক্ত অজয় সিং দীনেশ তিওয়ারিকে (পি ডাবলু ১২) গুলি করে যার ফলে তিনি আহত হন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ঝগড়ার কারণে, অভিযুক্ত হীরা সিংহ পি ডাবলু ৮ এবং পি ডাবলু ১০ -এর হাতের ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়; গ্রামবাসীরা সেখানে ছুটে আসে এবং তারপর সমস্ত অভিযুক্ত নৌধিয়া গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। পি ডাবলু ৮ -এর বক্তব্যের ভিত্তিতে - রাজীব রঞ্জন তিওয়ারি, যা ২৬.১১.১৯৮৯ তারিখে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, প্রায় ২:০০ মিনিটে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। একই দিনে, অর্থাৎ ২৬.১১.১৯৮৯ তারিখে, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩০৭, ৩২৬, ৩২৪, ৩২৩ ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার অধীনে ১৬ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এমনকি কিছু অভিযুক্ত - লক্ষ্মণ সিং, শিব কুমার সিং এবং অযোধ্যা প্রসাদ সিংও আহত হয়েছেন। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, তদন্তকারী কর্মকর্তা আপিলকারীসহ ১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন।

২. ১ বিদ্বান বিচারিক আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩,৩০৭,১৪৭,১৪৯ এবং ৩৭৯ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করে। অভিযুক্ত দীনানাথ সিং এবং অজয় সিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ধারার অধীনে আরও অভিযোগ আনা হয় এবং অভিযুক্ত হীরা সিং-এর বিরুদ্ধেও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারার অধীনে অভিযোগ আনা হয়। যেহেতু মামলাটি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য ছিল, তাই মামলাটি বিদ্বান দায়রা আদালতে দায়ের করা হয়, যা ১৯৯১ সালের ৩৬ নং দায়রা বিচার হিসাবে গণনা করা হয়েছিল।

২.২ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রমাণ করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ 'পি. ডব্লিউ. এস সহ ১৫ জন সাক্ষীর মধ্যে পরীক্ষা করেছে, প্রথম তথ্যদাতা-রাজীব

রঞ্জন তিওয়ারি, প্রিয় রঞ্জন তিওয়ারি (পিডব্লিউ১০) প্রথম তথ্যদাতার ভাই এবং পিডব্লিউএস-দিলীপ কুমার তিওয়ারি, যাঁরা সকলেই আহত প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ ডঃ জওহর লাল (পিডব্লিউ৭)-কেও জিজ্ঞাসাবাদ করে, যিনি ডাল্টনগঞ্জ সদর হাসপাতালে একই দিনে পিডব্লিউ১০, পিডব্লিউ১২ এবং পিডব্লিউএস-কে পরীক্ষা করেছিলেন এবং যিনি উক্ত ব্যক্তিদের উপর আঘাত পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ তদন্তকারী অফিসার শিবনন্দন মাহতো (পিডব্লিউ১৩)-কেও পরীক্ষা করে। রাষ্ট্রপক্ষ স্বাধীন সাক্ষীদেরও পরীক্ষা করে, অর্থাৎ পিডব্লিউ১, পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪। প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে প্রমাণ বন্ধ হওয়ার পরে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি ৩১৩ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধির -এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। প্রতিরক্ষা বিভাগ অভিযুক্ত প্রসাদ সিং-এর উপর ডিডব্লিউআই, লক্ষ্মণ সিং-এর আঘাতের প্রমাণও পরীক্ষা করে, এবং তাদের আঘাতের প্রতিবেদন নিয়ে আসে।

২.৩। এরপরে, পূর্ণাঙ্গ বিচারের সমাপ্তির পরে এবং নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের প্রশংসা করার পরে এবং পিডব্লিউএস, পিডব্লিউ ১০ এবং পিডব্লিউএস-এর জবানবন্দির উপর নির্ভর করে, যারা সকলেই আহত প্রত্যক্ষদর্শী এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ঝুঁকিপূর্ণ বিচার আদালত আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ এবং ১৪৭ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং উভয় অপরাধের জন্য তাদের ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। বিদ্বান বিচার আদালত অভিযুক্ত দীননাথ সিংকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৬ এবং ১৪৮ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে যথাক্রমে সাত বছর এবং দুই বছরের আরআই সাজা দেয়। বিদ্বান বিচার আদালত অভিযুক্ত অজয় সিংকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৪ এবং ১৪৮ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে যথাক্রমে তিন বছর এবং দুই বছরের আরআই সাজা দেয়।

২.৪। দোষী সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডাদেশের রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করা, এখানে আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা ও সাজা দেওয়া, মূল অভিযুক্ত নম্বর ৯,৮,১২,১১,১০,১৪,২ পছন্দের আপিল এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা হলেন ১৯৯৯ সালের ফৌজদারি আপিল এবং অভিযুক্ত নম্বর ১৩ উচ্চ আদালতে ১৯৯৯ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ২৪২। সাধারণ বিতর্কিত রায় ও আদেশ দ্বারা, হাইকোর্ট উক্ত আপিলগুলি খারিজ করে দিয়েছে এবং বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দোষী সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডাদেশের আদেশকে নিশ্চিত করেছে।

২.৫ হাইকোর্টের বিতর্কিত সাধারণ রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে ৯,৮,১২,১১,১০,১৪,২ ও ১৩ নম্বর মূল অভিযুক্তরা বর্তমান আপিলগুলি পছন্দ করেছে

৩. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনোজ স্বরূপ-অভিযুক্ত এবং শ্রী অরুণাভ চৌধুরী, অভিযুক্ত

ফৌজদারি আপিল নং-এ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ফৌজদারি আপিল নং ৬৩০-৬৩১/২০২১-এ বিজ্ঞ অ্যাটর্নি শ্রী তপেশ কুমার সিং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন।

৩.১ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী-অভিযুক্তরা জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে উভয় ক্ষেত্রেই, বিদ্বান বিচারিক আদালত এবং হাইকোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩,১৪৭ এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছে।

৩.২ আরও বলা হয়েছে যে, নীচের উভয় আদালতই পি. ডব্লিউ. এস, পি. ডব্লিউ. ১০ এবং পি. ডব্লিউ. এস-এর জবানবন্দির উপর নির্ভর করে বস্তুগত ভুল করেছে। বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত সাক্ষীরা অবিশ্বস্ত এবং অবিশ্বস্ত। বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বাধীন সাক্ষী নন। বলা হয়েছে যে, পি. ডব্লিউ ১২-এর মতো দীনেশ তিওয়ারি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত সাক্ষীরা একই গ্রামের।

৩.৩ এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে নীচের উভয় আদালতই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে যে আপিলকারীরা বেআইনী সমাবেশের অংশ ছিল এবং এর ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি করেছে।

৩.৪ এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে উদ্দেশ্যটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে সাধারণ উদ্দেশ্যটি ভুয়ো ভোট দেওয়া বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, যা কখনও দেওয়া হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এমনকি ভোটার স্লিপও অন্যান্য সমস্ত পক্ষের কাছে উপলব্ধ ছিল এবং তাই রাষ্ট্রপক্ষ মামলা অনুসারে উদ্দেশ্য প্রশ্নবিদ্ধ।

৩.৫ আরও বলা হয়েছে যে, যতদূর পর্যন্ত হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ সম্পর্কিত, ব্যক্তিগত ভূমিকা এবং/অথবা মামলার যোগ্যতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আপিলকারী-অভিযুক্তরা হাইকোর্টের দ্বারা মোটেও বিবেচনা করা হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট কেবল ২৬ নং পৃষ্ঠায়, ২৩ নং অনুচ্ছেদে বর্তমান আপিলকারীদের বলেছে যে, যতদূর পর্যন্ত আপিলকারীদের বাকি বিষয়গুলি সম্পর্কিত, তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ এবং ১৪৭ এর অধীনে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এখানে আবেদনকারীদের প্রমাণের কোনও স্বাধীন মূল্যায়ন নেই।

৩.৬ আরও বলা হয়েছে যে, নীচের উভয় আদালতই এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি যে, ভোটকেন্দ্রে অভিযুক্তদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। বলা হয়েছে যে, উপনির্বাচনের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন দলের লোকদের পক্ষে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ব্যক্তিদের ডাকা স্বাভাবিক ছিল

অথবা অন্যথায় বুথে উপস্থিত থাকা এবং এটি নিজেই দোষ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হবে না।

৩.৭। আরও বলা হয়েছে যে, অন্যথায়, নীচের আদালতগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বস্তুগত ভুল করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, যতদূর পর্যন্ত পিডব্লিউ৮-এর তথ্যদাতা সম্পর্কিত, তার কোনও আঘাত হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে পিডব্লিউএস-এর কোনও আঘাতের শংসাপত্র নথিতে আনা হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষ কেবল তিন ব্যক্তির আঘাতের শংসাপত্র নথিভুক্ত করেছে, যথা, পিডব্লিউ ১০-প্রিয়া রঞ্জন তিওয়ারি, পিডব্লিউ ১২-দীনেশ তিওয়ারি এবং পিডব্লিউএস-দিলীপ তিওয়ারি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত আঘাতগুলি দীনেশ তিওয়ারি-পিডব্লিউ ১২-এর দুটি সাধারণ আঘাত ব্যতীত বন্দুকের গুলিতে হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে পিডব্লিউ১২ প্রতিকূল হয়ে গেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীরা লাঠির ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র প্রথম লাঠি-পিডব্লিউএস-এর বিরুদ্ধে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে এটি আইপিসি-র অধীনে অভিযুক্তদের সমর্থনকারী কোনও উপাদান/প্রমাণ জমা দিয়েছে।

৩.৮ আরও বলা হয়েছে যে, প্রথম তথ্যদাতা-পিডব্লিউএস-এর আচরণও তার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে। বলা হয় যে, সে বিপরীত শিবিরের বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছে। বলা হয় যে, ঘটনার পর সে গ্রামে যায় এবং পুলিশের এস. এইচ. ও তাকে পাটনের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং তারপর তার ফর্দবিয়ান (বিবৃতি) নথিভুক্ত করে। বলা হয় যে, সে তার আহত ভাইয়ের কাছে যায়নি, না সে কখনও হাসপাতালে তাকে দেখতে গেছে, না পরিবারের কোনও সদস্য হাসপাতালে আহতদের দেখতে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে পিডব্লিউএস নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী নয় এবং তাই নীচের আদালতগুলির পিডব্লিউএস-এর জবানবন্দির উপর নির্ভর করা উচিত ছিল না।

৩.৯ আরও বলা হয়েছে যে, এমনকি লাঠি এবং লাঠিও উদ্ধার করা হয়নি। বলা হয়েছে যে, তথ্যদাতার কাছ থেকে ভোটিং স্লিপও উদ্ধার করা হয়নি। বলা হয়েছে যে, ভোটার স্লিপ প্রদর্শন না করা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে ধ্বংস করে দেয়। বলা হয়েছে যে, এফআইআর, পিডব্লিউআই এবং তথ্যদাতা এবং ধারাবাহিকভাবে সমস্ত সাক্ষীরা বলেছেন যে, রাজীব রঞ্জন তিওয়ারি অভিযুক্তদের ভোটার স্লিপ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, যার উপর হাতাহাতি হয়েছিল। বলা হয়েছে যে ভোটিং স্লিপগুলি প্রদর্শিত হয়নি। তাই ভোটার স্লিপ জিজ্ঞাসা করার অপ্রমাণিত সাক্ষ্য জমা দেওয়া হয়।

৩. ১০ ১৯৯১ সালের সম্পূরক ২ এস. সি. সি. ৫০৯ এবং ইন্দর সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য, (২০১৫) ২ এস. সি. সি. ৭৩৪-এ প্রতিবেদন করা কুটুম্বক কৃষ্ণ মোহন রাও বনাম পাবলিক প্রসিকিউটর, এ. পি. হাইকোর্টের মামলায় উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিলগুলি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪. ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান বিচারপতি বর্তমান আপিলের বিরোধিতা করেছেন।

৪.১ এটা উপস্থাপিত হয় যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৩২৩ এবং ১৪৭ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে উভয়, বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের দ্বারা তথ্যের সমবর্তী ফলাফল নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৪.২ এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করতে সফল হয়েছে পিডব্লিউএস, পিডব্লিউ ১০ এবং পিডব্লিউএস, যারা আহত প্রত্যক্ষদর্শী। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আহত প্রত্যক্ষদর্শীরা-পিডব্লিউ ৮, পিডব্লিউ ১০ এবং পিডব্লিউএস নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে উপরোক্ত তিনজন সাক্ষীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করা হয়েছিল এবং জেরা থেকে অভিযুক্তরা প্রসিকিউশনের মামলার প্রতিকূল কিছুই নথিভুক্ত করেনি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এমনকি রাষ্ট্রপক্ষ আপনাকে অন্যান্য সাক্ষী, পিডব্লিউআই, পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪-কে পরীক্ষা করেছে যারা স্বাধীন সাক্ষী, যারা প্রসিকিউশনের মামলাটিকে সমর্থন করে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এইভাবে লিমেডবিচার আদালত নথিতে থাকা পুরো প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছে এবং আঘাতের প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করেছে এবং তারপরে একটি বিস্তারিত রায় দ্বারা আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ এর অধীনে স্বেচ্ছায় আঘাত করার অপরাধ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৭ এর অধীনে দাঙ্গার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত আবেদনকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৭ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য দাঙ্গার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে দাঙ্গার অপরাধের জন্য,

i) ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ১৪১ ধারায় সংজ্ঞায়িত ৩ বা ততোধিক ব্যক্তির বেআইনি সমাবেশ, অর্থাৎ ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ এবং এই ধরনের সমাবেশ বেআইনি ছিল;

ii) বেআইনি সমাবেশকে অবশ্যই বল প্রয়োগ বা হিংসা ব্যবহার করতে হবে। বল প্রয়োগকে আইপিসি-র ৩৪৯ ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে; এবং

iii) বেআইনি সমাবেশ বা তার কোনও সদস্যের দ্বারা ব্যবহৃত বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা অবশ্যই এই ধরনের সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য হতে হবে, যে ক্ষেত্রে এই ধরনের সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী।

এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৬ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত দাঙ্গার সমস্ত উপাদান প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে।

৪.৩। মহাদেব শর্মা বনাম বিহার রাজ্য, (১৯৬৬) ১ এসসিআর ১৮ = এআইআর ১৯৬৬ এসসি ৩০২ মামলায় এই আদালতের রায় অনুসারে, 'যদিও বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন যদিও তিনি নিজে বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ব্যবহার করেননি। তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এই আদালতের রায় অনুসারে, 'ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৬ ধারার অধীনে দাঙ্গার অপরাধ সংঘটিত বলে গণ্য হবে যখন বেআইনি সমাবেশ বা তার কোনও সদস্য এই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে মামলায় বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ব্যবহার করে'। তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে, একবার বেআইনি সমাবেশ সাধারণ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে মামলায় প্রতিষ্ঠিত হলে, অর্থাৎ, বর্তমান ক্ষেত্রে, যেমন আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল 'ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং জাল ভোটদান করা', বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন। যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, 'যদিও বলপ্রয়োগ, যদিও তা সমাবেশের যেকোনো সদস্যের সামান্যতম চরিত্রের কারণেই হোক না কেন, একবার বেআইনি হিসেবে প্রমাণিত হলে, দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা সকলের দ্বারাই হওয়া উচিত নয়, তবে এর দায় বেআইনি সমাবেশের সকল সদস্যের উপর বর্তায়। যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ কথার মাধ্যমে উৎসাহিত করতে পারেন, কেউ কেউ ইঙ্গিতের মাধ্যমে, আবার কেউ কেউ আসলে আঘাত করতে পারেন, তবুও বেআইনি সমাবেশের সকল সদস্যই দাঙ্গার জন্য সমানভাবে দোষী হবেন। যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, 'বর্তমান মামলায় নিম্নোক্ত উভয় আদালতই আপিলকারীদের অপরাধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে পেয়েছেন এবং তাদেরকে পথিক বা দর্শক বলা যাবে না।

৪.৪ এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২১ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য স্বেচ্ছায় আঘাত করার অপরাধের ক্ষেত্রে, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে পিডব্লিউএস দ্বারা পিডব্লিউএস এবং পিডব্লিউআই ২-এর যে আঘাতগুলি হয়েছে তা সাধারণ আঘাত এবং পিডব্লিউ ১০ গুরুতর আঘাত পেয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আঘাতের প্রকৃতি বিবেচনা করে, আপিলকারীদের নীচের আদালতগুলি হালকাভাবে ছেড়ে দিয়েছে।

এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত লক্ষ্মণ সিং, শিব কুমার সিং এবং অযোধ্যা প্রসাদ সিং আহত হয়েছেন যা সন্দেহাতীতভাবে তাদের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ধারা ৩১৩ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে তাদের বিবৃতিতে তারা তাদের আঘাতের কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি।

৪.৫ এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু পি. ডব্লিউ. এস, পি. ডব্লিউ. এস এবং পি. ডব্লিউ. ১০ আহত সাক্ষী, যেমনটি এই আদালত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে বলেছে, একজন আহত প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণের প্রচুর প্রমাণমূলক মূল্য রয়েছে এবং যদি না বাধ্যতামূলক

কারণগুলি বিদ্যমান, তাদের বিবৃতিগুলি হালকাভাবে বাতিল করা উচিত নয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে আহত সাক্ষীর প্রমাণ বাতিল করার জন্য খুব দৃঢ় এবং বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি প্রয়োজন। স্টারে অফ এমপি বনাম মানসিংহ (২০০৩) ১০ এসসিসি ৪১৪ (অনুচ্ছেদ ৯); আব্দুল সাঈদ বনাম এমপি রাজ্য (২০১০) ১০ এসসিসি ২৫৯; রামবিলাস বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, (২০১৬) ১৬ এসসিসি ৩১৬ (অনুচ্ছেদ ৬); উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম নরেশ, (২০১১) ৪ এসসিসি ৩২৪ (অনুচ্ছেদ ২৭); এবং কালাভাই হামিরভাই খাছোট বনাম গুজরাট রাজ্য, (২০২১) এসসিসি অনলাইন ৩৪৭ (অনুচ্ছেদ ২১)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়ের উপর রিলায়েন্স রাখা হয়েছে।

৪.৬ আরও বলা হয়েছে যে, বর্তমান মামলায় শুরু থেকেই সমস্ত অভিযুক্তের নাম এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান আপিলকারী সহ সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণের অগ্রগতির জন্য বেআইনি সমাবেশ গঠন করেছিলেন, "ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়ার এবং ভুয়ো ভোট দেওয়ার জন্য" এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটনায় অংশ নিয়েছিলেন এবং অপরাধ করেছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আহত প্রত্যক্ষদর্শী/প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রমাণকে অবিশ্বাস করার কোনও ভিত্তি নেই।

৪.৭ এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে এইভাবে বিদ্বান বিচারিক আদালত মাত্র ছয় মাসের সাধারণ কারাদন্ডের সাজা কার্যকর করার ক্ষেত্রে খুব নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে একবার আবেদনকারীরা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে বেআইনী সমাবেশের সদস্য বলে প্রমাণিত হলে এবং পিডব্লিউএস, পিডব্লিউ ১০ এবং পিডব্লিউ ১২ দ্বারা আহতদের দিকে নজর দেওয়া হলে, যারা গুলি করা বাহুতে আহত হয়েছেন, তাই সমস্ত আবেদনকারী-অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭,৩২৬,৩২৪ এবং ১৪৮ ধারার অধীনে অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত ছিল।

৪.৮ আরও বলা হয়েছে যে, ভুয়ো ভোট গণতন্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে যা পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৩) ১০ এস. সি. সি ১-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে কোনও ভোটদাতার ভয় বা চাপ ছাড়াই ভোট দেওয়ার অধিকারকে তার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে এই আদালত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে যেমন রায় দিয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংবিধানের একটি মৌলিক কাঠামো এবং অবশ্যই তার আওতায় প্রতিশোধ, চাপ বা বলপ্রয়োগের ভয় ছাড়াই ভোট দেওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে। তাই যখন বিচারিক আদালত আবেদনকারীদের সহজ শাস্তির ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখায়, তখন এই আদালতকে কেবল ছয় মাসের কারাবাস বলা হয়।

৪.৯. উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিলগুলি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৫. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতাকে দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি। আমরা নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণ এবং বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত করা ফলাফলগুলিও সূক্ষ্মভাবে স্ক্যান করেছি, যা নথিতে থাকা প্রমাণের প্রশংসা করে। শুরুতে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এখানে সমস্ত অভিযুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ এবং ১৪৭ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং উভয় অপরাধের জন্য ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং সাজা একযোগে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এটি সত্য যে বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্ট এখানে অভিযুক্ত/আপিলকারীদের পক্ষ থেকে মামলাটি মোটেও মোকাবিলা করেনি এবং/অথবা বিবেচনা করেনি এবং প্রতিটি অভিযুক্তের পক্ষে প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেনি, যা রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় করা উচিত ছিল। তবে, এখানে বর্ণিত কারণগুলির জন্য এবং শেষ পর্যন্ত, আমরা বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশের সত্যতা নিশ্চিত করে হাইকোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সাথে একমত, বিষয়টি হাইকোর্টে প্রেরণ করার পরিবর্তে, আমরা নিজেরাই নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করেছি।

৫.১। এই মামলায়, অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার সময়, বিজ্ঞ বিচার আদালত পি ডাবলু ১ , পি ডাবলু ৩ এবং পি ডাবলু ৪ , যারা স্বাধীন সাক্ষী এবং পি ডাবলু ৫, পি ডাবলু ৮ এবং পি ডাবলু ১০, যারা আহত সাক্ষী, তাদের জবানবন্দির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছে। ঘটনাস্থলে স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতি - এমনকি আহত সাক্ষীদের উপস্থিতি স্বাভাবিক। পি ডাবলু ১ , পি ডাবলু ৩ এবং পি ডাবলু ৪ , যারা সকলেই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তারা সেখানে ভোট দিতে এসেছিলেন এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমস্ত সাক্ষী, পি ডাবলু ১ , পি ডাবলু ৩ এবং পি ডাবলু ৪ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করেছেন এবং রাষ্ট্রপক্ষের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন। পি ডাবলু ৫, পি ডাবলু ৮ , পি ডাবলু ১০ এবং এমনকি পি ডাবলু ১২ আহত প্রত্যক্ষদর্শী। পি ডাবলু ৫ , পি ডাবলু ১ 0 এবং পি ডাবলু ১২ -এর উপর আঘাতের ঘটনাগুলি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক ডক্টর জওহর লাল (পি ডাবলু ৭) পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে, যিনি উপরোক্ত আহত সাক্ষীদের পরীক্ষা করেছিলেন। তাদের আঘাতের প্রতিবেদন প্রদর্শনী ১, ১/১ এবং ১/২ নম্বর ধারায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। সকল সাক্ষী দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং একই সুরে বলেছেন যে, যখন লোকসভা নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ চলছিল এবং সেই সময় পি ডাবলু ৮ - রাজীব রঞ্জন তিওয়ারি ভোটারদের স্লিপ দিচ্ছিলেন এবং সেই সময় সকাল ১০:৪০ মিনিটে অন্য গ্রামের সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখানে এসে তাকে স্লিপ দেওয়া বন্ধ করতে এবং ভোটার তালিকা হস্তান্তর করতে বলেন এবং অস্বীকৃতি জানালে অভিযুক্ত

লোকজন তাকে মুষ্টি, থাপ্পড় এবং লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে এবং সে আহত হয়। এদিকে, তার ভাই প্রিয়রঞ্জন তিওয়ারি তার উদ্ধারের জন্য আসে এবং সেই সময়ে একজন দীনানাথ সিং তার দেশীয় পিস্তল বের করে তার উপর গুলি চালায় যার ফলে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত লাগে। এফআইআর দায়ের করার শুরু থেকেই সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছিল এবং সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত সাক্ষী বিশেষভাবে নাম দিয়েছিলেন এবং/অথবা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন। এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে এমনকি কিছু অভিযুক্ত-লক্ষ্মণ সিং, শিব কুমার সিং এবং অযোধ্যা প্রসাদ সিং আহত হয়েছেন এবং তারা তাদের ৩১৩ টি বিবৃতিতে তাদের আঘাতের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এইভাবে, ঘটনার সময় এবং স্থানে তাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অন্যথায় প্রমাণিত হয়েছে। পুনর্বিবেচনার মূল্যে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বিশেষভাবে সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা নাম উল্লেখ করা হয়েছিল এবং/অথবা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন। এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে আহত হওয়ার পরেও অভিযুক্তরা ক্রস এক্সিকিউশন/পি. ডব্লিউ. এস. ও-এর পক্ষ থেকেও সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়েছেন, এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে অভিযুক্ত হয়েছেন।

৬. মানসিংহের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে "আহত সাক্ষীদের সাক্ষ্যের আরও বেশি প্রমাণমূলক মূল্য রয়েছে এবং যদি জোরালো কারণ না থাকে তবে তাদের বক্তব্য হালকাভাবে বাতিল করা উচিত নয়।" এই সিদ্ধান্তে আরও দেখা গেছে যে "ছোটখাটো অসঙ্গতি অন্যথায় গ্রহণযোগ্য প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে না।" এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে "একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নাম উল্লেখ না করা রাষ্ট্রপক্ষ সংস্করণকে ভঙ্গুর করে না।"

৬.১। এই আদালত আব্দুল সাঈদের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে পরবর্তী সিদ্ধান্তে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। এটি ছিল হামলাকারীদের ভিড়ের মধ্যে সাক্ষীদের দ্বারা সনাক্তকরণের মামলা। এটি বলা হয় যে "যেখানে প্রচুর সংখ্যক হামলাকারী রয়েছে, সেখানে সাক্ষীদের পক্ষে প্রতিটি হামলাকারীকে সনাক্ত করা এবং তার নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য দায়ী করা কঠিন হতে পারে।" এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় যে "যখন ঘটনাটি কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়, তখন স্বাভাবিক যে প্রতিটি মিনিটের বিবরণ প্রকাশ করে ঘটনার সঠিক সংস্করণ, অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের নিখুঁত নির্ভুলতা, প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা দেওয়া যায় না।" এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় যে "যেখানে 'ঘটনায় সাক্ষী নিজেই আহত হয়েছিল, সেখানে এই ধরনের সাক্ষীর সাক্ষ্যকে সাধারণত খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়, কারণ তিনি একজন সাক্ষী যিনি তার উপস্থিতির গ্যারান্টি দিয়ে আসেন এবং তার আক্রমণের দৃশ্যে তার উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই।

৬.২ রামবিলাসের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালত উপরোক্ত আইনের নীতির পুনরাবৃত্তি করেছে এবং এটি বলা হয়েছে যে "আহত সাক্ষীদের প্রমাণ একটি বড় গুরুত্বের অধিকারী এবং তাদের প্রমাণ বাতিল করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় এবং বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি প্রয়োজন।" এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে "আহত সাক্ষী হওয়ার কারণে, ঘটনার সময় এবং স্থানে তাদের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ করা যায় না।"

৭। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রয়োগ করে, আমরা পিডব্লিউ১, পিডব্লিউ৩ এবং পিডব্লিউ৪ এবং বিশেষ করে পিডব্লিউএস, পিডব্লিউএস এবং পিডব্লিউ১০-এর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং/অথবা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখছি না, যারা আহত সাক্ষী। সমস্ত সাক্ষী তাদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তারা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে পুরোপুরি সমর্থন করেছে। এই পরিস্থিতিতে, নীচের আদালতগুলি পিডব্লিউআই, পিডব্লিউ৩, পিডব্লিউ৪, পিডব্লিউএস, পিডব্লিউএস এবং পিডব্লিউ১০-এর জবানবন্দির উপর নির্ভর করে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করতে কোনও ত্রুটি করেনি।

৮। এখন আপিলকারীদের পক্ষ থেকে দাখিলের কথা বলতে গেলে - অভিযোগ করা হয়েছে যে সমস্ত আপিলকারীর কাছে লাঠি ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং যতদূর পিডব্লিউ৮ সম্পর্কিত, কোনও আঘাতের প্রতিবেদন আসেনি এবং/অথবা নথিতে আনা হয়নি এবং তাই তাদের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারার অধীনে, শুরুতেই, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পিডব্লিউ৮ তার তদন্তকারী/জবাবপত্রে বিশেষভাবে বলেছেন যে তিনি আহত হওয়ার পর, পাটানের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছিল। তিনি অভিযুক্ত দিননাথ সিং ছাড়া সকল অভিযুক্তের পক্ষে জেরায় আরও বলেছেন যে তাকে ২-৩ টি লাঠির আঘাত করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি ঠিক কতটি আঘাত করেছিলেন তা মনে রাখতে পারেন না। তার মতে, তিনি প্রথমে পাটান থানায় যান, যেখানে পাটান থানার এসএইচও-এর সাথে তার বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয় এবং এরপর এসএইচও তাকে চিকিৎসার জন্য পাটান হাসপাতালে পাঠান। এভাবে, অভিযুক্তরা তাকে লাঠি/লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে এবং তিনি আহত হন এবং পাটান সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। এটি প্রমাণিত এবং প্রমাণিত হয়েছে। হতে পারে যে কোনও গুরুতর আঘাত এবং/অথবা দৃশ্যমান আঘাত নাও থাকতে পারে, হাসপাতাল আঘাতের প্রতিবেদন জারি নাও করতে পারে। তবে, ৩২৩ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আঘাতের প্রতিবেদন তৈরি করা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারার অধীনে অপরাধের মামলা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত নয়। ৩২৩ ধারা স্বেচ্ছায় আঘাত করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির একটি শাস্তিযোগ্য ধারা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে "আঘাত" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারা অনুসারে, যে কেউ যে কোনও ব্যক্তির শারীরিক ব্যথা, রোগ বা দুর্বলতা সৃষ্টি করে তাকে "আঘাত" করানো বলে মনে করা হয়। অতএব, এমনকি শারীরিক ব্যথা সৃষ্টি করাকেও "আঘাত" বলা যেতে পারে। অতএব, বাস্তবতা এবং

মামলার পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৩২৩ ধারার অধীনে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আদালত দ্বারা কোনও ত্রুটি করা হয়নি।

৯। এখন যতদূর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারার অধীনে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি সম্পর্কিত, ঘটনার সময় সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতি এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বাধীন সাক্ষী এবং আহত সাক্ষীদেরও পরীক্ষা করে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অন্য গ্রামের অন্তর্গত। তারা সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য একটি বেআইনী সমাবেশ গঠন করেছে, অর্থাৎ, "ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভুয়ো ভোট দেওয়ার জন্য।" এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে তারা বল প্রয়োগ করেছে এবং, এই ঘটনায়, পিডব্লিউএস, পিডব্লিউএস, পিডব্লিউ ১০ এবং পিডব্লিউ ১২ আহত হয়েছে, সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি-আবেদনকারীদের লাঠি ছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারাটি "দাঙ্গা" করার জন্য শাস্তিযোগ্য ধারা। দাঙ্গা "র অপরাধকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৬-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা হিসাবে পড়ে।

"১৪৬ "দাঙ্গা-যখনই কোনও বেআইনি সমাবেশ বা তার কোনও সদস্য দ্বারা এই ধরনের সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ব্যবহার করা হয়, তখন এই ধরনের সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী।"

ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ধারা ১৪৬ অনুসারে "দাঙ্গা"-র সংজ্ঞার ন্যায্য পাঠের ক্ষেত্রে, "দাঙ্গা"-র অপরাধের জন্য, থাকতে হবে।

i) ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ১৪১ ধারায় সংজ্ঞায়িত ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির বেআইনি সমাবেশ, অর্থাৎ ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ এবং এই ধরনের সমাবেশ বেআইনি ছিল;

ii) বেআইনি সমাবেশকে অবশ্যই বল প্রয়োগ বা হিংসা ব্যবহার করতে হবে। আইপিসি-র ৩৪৯ ধারায় বল প্রয়োগের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; এবং

iii) বেআইনি সমাবেশ বা তার কোনও সদস্যের দ্বারা ব্যবহৃত বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা অবশ্যই এই ধরনের সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য হতে হবে, যে ক্ষেত্রে এই ধরনের সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী।

৯.১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪৯ ধারার অধীনে "বলপ্রয়োগ"-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪৯ ধারা অনুসারে, "বলপ্রয়োগ"-এর অর্থ হল "একজন ব্যক্তি অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগ করেন যদি তিনি অন্যের গতি, গতি পরিবর্তন বা গতি বন্ধ করে দেন"...

এখানে উপরে যেমন দেখা গেছে, সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বেআইনি সমাবেশের সদস্য ছিলেন এবং সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল "ভোটারদের স্লিপ ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভুয়ো ভোট দেওয়া।" তারা বল প্রয়োগ করে এবং

হিংসাও, যেমন এখানে উপরে দেখা গেছে। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে মামলাটি হল যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারার অধীনে দাঙ্গার অপরাধের জন্য তাদের কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকা নেই। তবে, উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং আব্দুল সাঈদের (উপরে) ক্ষেত্রে এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, যেখানে বিপুল সংখ্যক হামলাকারী রয়েছে, সেখানে সাক্ষীদের পক্ষে প্রতিটি হামলাকারীকে সনাক্ত করা এবং তার নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য দায়ী করা কঠিন হতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে, ঘটনাটিও কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়েছে এবং তাই এটি স্বাভাবিক যে প্রতি মিনিটের বিবরণ প্রকাশ করে ঘটনার সঠিক সংস্করণ, অর্থাৎ, প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা পৃথক ক্রিয়াকলাপের নিখুঁত নির্ভুলতা দেওয়া যায় না। অন্যথায়, যেমন মহাদেব শর্মার (উপরে) মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে, বেআইনী সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী এমনকি তিনি নিজেই দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না।

"৭। ধারা ১৪৬ তখন দাঙ্গার অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে। এই অপরাধটি সংঘটিত বলে মনে করা হয় যখন বেআইনি সমাবেশ বা এর কোনও সদস্য এই ধরনের সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য বল প্রয়োগ বা সহিংসতা ব্যবহার করে। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বেআইনী সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী যদিও তিনি নিজে বল প্রয়োগ বা সহিংসতা ব্যবহার করেননি। এইভাবে, বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য বল প্রয়োগ বা সহিংসতা ব্যবহার করা হলে পরোক্ষ দায়িত্ব রয়েছে।"

সুতরাং, একবার বেআইনি সমাবেশটি সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, অর্থাৎ, বর্তমান ক্ষেত্রে, "ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভুয়ো ভোট দেওয়া", বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী। যদিও এটি বিধানসভার কোনও সদস্যের দ্বারা সামান্যতম সম্ভাব্য চরিত্র, একবার বেআইনী হিসাবে প্রমাণিত হলে দাঙ্গা গঠন করে। এটি প্রয়োজনীয় নয় যে বল প্রয়োগ বা হিংসা অবশ্যই সকলের দ্বারা হতে হবে তবে সমস্ত সদস্যদের দায়বদ্ধতা, বেআইনী সমাবেশের দায়বদ্ধতা। রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা যথাযথভাবে জমা দেওয়া হয়েছে, কিছু শব্দ দ্বারা উৎসাহিত হতে পারে, অন্যরা চিহ্ন দ্বারা অন্যরা, অন্যরা প্রকৃতপক্ষে আঘাত করতে পারে এবং তবুও বেআইনী সমাবেশের সমস্ত সদস্য দাঙ্গার জন্য সমানভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে। এখানে উপস্থিত সকলকে ১৪৭-এর আইনবিরুদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সাধারণ সমাবেশের সদস্যদের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১০. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, আবেদনকারীরা আইপিসি-র ৩২৩ এবং ১৪৭ ধারার অধীনে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং শুধুমাত্র উক্ত অপরাধের জন্য ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

বিদায়ের আগে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে যদিও বর্তমান মামলায় এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে যে অভিযুক্তরা সকলেই বেআইনি সমাবেশের সদস্য ছিলেন, সাধারণ উদ্দেশ্য, যথা, ``ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং জাল ভোট দেওয়া'' এবং ১৪৭ ধারার ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, বিচারিক আদালত ``মাত্র ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড'' প্রদান করেছেন। পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (উপরে উল্লিখিত) এর ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ভোটের স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতার একটি অংশ। আরও পর্যবেক্ষিত হয়েছে যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য ভোটদানের গোপনীয়তা অপরিহার্য। আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে লোকসভা বা রাজ্য আইনসভার সরাসরি নির্বাচনে, গোপনীয়তা বজায় রাখা অপরিহার্য এবং সারা বিশ্বে যেখানে সরাসরি নির্বাচন জড়িত সেখানে জোর দেওয়া হয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে একজন ভোটার কোনও ভয় ছাড়াই বা নির্যাতিত না হয়ে তার ভোট প্রদান করেন যদি তার ভোট প্রকাশ করা হয়। আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে গণতন্ত্র এবং অবাধ নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ। আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে নির্বাচন এমন একটি প্রক্রিয়া যা শেষ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। নির্বাচন ব্যবস্থার সারমর্ম হওয়া উচিত ভোটারদের তাদের স্বাধীন পছন্দ প্রয়োগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। অতএব, বুথ দখল এবং/অথবা জাল ভোটদানের যেকোনো প্রচেষ্টা লোহার হাতে মোকাবেলা করা উচিত কারণ এটি শেষ পর্যন্ত আইনের শাসন এবং গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। কাউকে অনুমতি দেওয়া যাবে না অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অধিকারকে দুর্বল করে। তবে, যেহেতু রাষ্ট্র মাত্র ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কোনও আপিলের আবেদন করেনি, তাই আমরা বিষয়টি সেখানেই রেখে দিচ্ছি।

১১. উপরের এবং এখানে উল্লিখিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্ত আপিল ব্যর্থ হয় এবং খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়। যেহেতু, এখানে অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের আত্মসমর্পণ থেকে ছাড়ের আবেদনগুলি যথাক্রমে ১৫.০৩.২০১৯ এবং ০৮.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, তাই অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের তাদের সাজা ভোগ করার জন্য অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

দেবিকা গুজরাল

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal